নিপোর্ট বার্তা

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর মুখপত্র

বর্ষ - ২৬ সংখ্যা- ৩ মার্চ - জুন, ২০১৯

মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরি হিসেবে দেশাত্মবোধ নিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য নবনিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর আহবান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের জন্য নিপোর্ট কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে গত ১৬ মে, ২০১৯ তারিখে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরি হিসেবে দেশাত্মবোধ নিয়ে ডাক্তারদের দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বেগম স্মৃতি রানী ঘরামী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব ব্রজ গোপাল ভৌমিক, পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), ঢাকা বিভাগ; জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট; জনাব নিমাই চন্দ্র পাল, পরিচালক (প্রশাসন), নিপোর্ট ও জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, পরিচালক (গবেষণা), নিপোর্ট।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দুতোর সাথে ১২৮ জন মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন করে সফলভাবে তা সমাপ্ত করতে পারায় নিপোর্টকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তরসূরি হিসেবে আপনারা অনেক ভাগ্যবান। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার স্বীকৃতিস্বরূপ মমতাময়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আপনারা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেছেন। এটা অত্যন্ত গৌরবের। কর্মজীবনে আপনারা মানুষকে এমন ধরনের সেবা দিবেন যাতে দেশ সেবায় নজির স্থাপিত হয়”।

তিনি আরও বলেন, “আপনারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে গড়ে তুলবেন। যাতে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে দাঁড়াতে পারে। সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে আপনাদের কাজ করতে হবে। উন্নয়নের মহাসড়কে আপনাকেও সামিল হতে হবে। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে যারা পদায়ন পাবেন তাদেরকে কাজের প্রতি বেশি যত্নবান হতে হবে”। পরে তিনি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বেগম স্মৃতি রানী ঘরামী বলেন, "আপনারা জাতির সূর্য সন্তানদের সন্তান, কাজেই আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। জনগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের মতো একটা জনবহুল দেশকে বাঁচাতে হলে, জনবিস্ফোরণের গতিরোধ করতে হবে। সর্বোপরি দেশের উন্নয়ন করতে হলে আপনাদেরকে মাঠ পর্যায় থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। তাহলেই মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, দেশের মানুষ ভাল থাকবে এবং সুস্থ থাকবে। সক্ষম দম্পতিরা যাতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে সেভাবে তাদেরকে বুঝাতে হবে। উপজেলার বাইরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যাম্প পরিচালনা করতে হবে। মাঠ কর্মীদের কাজের মনিটরিং করতে হবে। তাহলে কর্মসূচি সফল হবে"।

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন, "নিপোর্টের জন্য আজ একটি আনন্দমূখর দিন। প্রথমত: নিপোর্টে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রথম এসেছেন এবং দ্বিতীয়ত: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নবনিয়োগপ্রাপ্ত ১২৮ জন মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) যারা মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরি ও একসাথে নিপোর্টে ওরিয়েন্টেশন নিয়েছেন। তিনি বলেন, "নিপোর্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা/জরিপ পরিচালনা করে থাকে। গবেষণার তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফল নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, প্রশাসক ও গবেষকদের কাছে উপস্থাপন করে"।

তিনি নবাগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "সরকার যে উদ্দেশ্যে আপনাদের নিয়োগ দিয়েছেন, তা আপনারা ৫ দিনের ওরিন্টেশন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে সক্ষম দম্পতি ও শিশুদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন"। তিনি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে নিপোর্ট পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ডা. শেখ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ডা. মুনতাহার মৌ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বলেন, "তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বলেই আজ আমরা এ স্বীকৃতি পেলাম। আমরা মা ও শিশুদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট থাকব"। তারা ৫দিনের প্রশিক্ষণকালীন সার্বিক সহযোগিতার জন্য নিপোর্টকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠান শেষে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে নিপোর্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বেগম স্মৃতি রানী ঘরামীকে প্রশিক্ষণ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। সর্বোপরি ব্যাপক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স সফল সমাপ্তির জন্য কোর্স সমন্বয়ক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ-সহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নবনিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের ওরিয়েন্টেশন কোর্স উদ্বোধন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের জন্য ৫ দিনের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স নিপোর্টে আয়োজন করা হয়। গত ১২ মে, ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে এ কোর্সের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. কাজী মোস্তফা সারোয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন নিপোর্টের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল ও পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয় বলেন, "আপনারা ১২৮ জন ডাক্তার নতুন যোগদান করলেন। আর এর অধিকাংশ মহিলা ডাক্তার। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নিজ জেলা বা পাশের জেলায় আপনাদের পদায়ন করতে। তিনি বলেন, আপনাদের মনে রাখতে হবে যোগদানের পর থেকে আপনারা সরকারি কর্মচারী। আপনারা নিজ দায়িত্বে কাজ করবেন। বর্তমানে মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী সচিবালয় থেকে দেখতে পারেন কোন উপজেলায় কোন ডাক্তার অফিসে এসেছেন, আর কে আসেননি। আপনারা মাঠকর্মীদের কাজ তদারকি করবেন। যদিও প্রতি উপজেলায় বসবাসরত ৪ থেকে ৫ লক্ষ লোকের জন্য মাত্র ১ বা ২ জন মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) রয়েছেন। তবুও জনগণ ডাক্তারদের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার আশা করে"।

তিনি আরও বলেন, "আপনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরি বিধায় আপনাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেশি। কাজেই সর্তকতার সাথে থাকায় সে অনুযায়ী আপনাদের কাজ করতে হবে। সরকারের ২০৩০ সালের অভিলক্ষ্য ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে। আগামী ২০২০ সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিব বর্ষ" পালন করা হবে। সেখানেও আপনাদের নতুন নতুন চিন্তা করতে হবে, কিভাবে এ বর্ষ পালিত হবে"। তিনি বলেন, "নিপোর্ট থেকে দেয়া মডিউলে আপনাদের কাজ সম্পর্কে একটা মৌলিক ধারণা পাবেন। মডিউলে যা আছে তার কিছু বিষয় আপনাদের জানা, আর কিছু বিষয় আপনাদের কাছে নতুন মনে হবে। তবে আপনারা আর্থিক বিষয় ও চাকুরির বিধি বিধানগুলো ভাল করে দেখবেন"। দ্রুততম সময়ে এত ব্যাপক সংখ্যক ডাক্তারের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করতে পারায় নিপোর্টের মহাপরিচালককে তিনি ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. কাজী মোস্তফা সারোয়ার বলেন, "সদ্য যোগদানকৃত এত ব্যাপক সংখ্যক মেডিক্যাল অফিসার (MCH-FP)-দের জন্য নিপোর্ট ৫ দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করতে পেরেছে এজন্য তিনি নিপোর্টকে ধন্যবাদ জানান। নিপোর্ট যে কারিকুলাম দিয়েছে তা মনোযোগ সহকারে পড়ে ক্লাসে আসার জন্য তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে আপনাদের কাজ করতে হবে"।

নিপোর্টের মহাপরিচালক বলেন, "নিপোর্ট ও মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের জন্য আজ একটা সুন্দর সকাল। আজ নিপোর্টে মহা-উৎসবে প্রশিক্ষণার্থীরা ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছেন। তাঁদের উৎফুল্লতা দেখে

খুবই ভাল লেগেছে”। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁরা যেমন গৌরব বোধ করছেন, তেমনি চাকুরি জীবনেও সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে নিজেদেরকে আরও গৌরাবান্বিত করে তুলবেন। “সকলে মনে রাখবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য আজ আমরা এখানে আসতে পেরেছি। কেউ সচিব হয়েছি, কেউবা ডাক্তার হয়েছি। এ সকল কিছু তাঁরই অবদান। তিনি দেশটাকে স্বাধীন না করলে পরাধীন থেকে এতবড় পদে চাকুরি করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না”। তিনি বলেন, “প্রশিক্ষণ থেকে আপনারা চাকরির বিধি-বিধান জানতে পারবেন। ভবিষ্যতে আপনারা অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ পাবেন। তখন আরও ভালভাবে সকল বিষয়ে জানতে পারবেন। আপনারা জাতির মেধাবী সন্তান। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় দেশ আরও এগিয়ে যাবে”।

স্বাগত বক্তব্যে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বলেন, “আজ নিপোর্টের জন্য সত্যিই একটি আনন্দের দিন। একসঙ্গে ১২৮ জন ডাক্তারের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। নিপোর্ট মাঠ পর্যায়ের ৩২টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রের মাধ্যমে মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বলেন, আপনারা ওরিয়েন্টেশন থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-সহ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন”। ওরিয়েন্টেশন কোর্স উদ্বোধন করার জন্য তিনি সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।

নিপোর্ট ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল-এর মধ্যে Letter of Collaboration (LOC) স্বাক্ষর

USAID-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত “Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP)” বা সুখী জীবন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে নিপোর্ট এবং পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল-এর মধ্যে একটি Letter of Collaboration (LOC) নিপোর্টে স্বাক্ষরিত হয়। নিপোর্ট-এর মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা এবং সুখী জীবন-এর প্রকল্প পরিচালক ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল-এর সিনিয়র কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ্ ক্যারোলাইন ক্রসবি LOC স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মতিয়ার রহমান, ঢাকা বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব ব্রজ গোপাল ভৌমিক, পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্মসচিব জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান মিজ্ কামরুন নাহার সুমি, USAID, OPHNE-এর প্রতিনিধি মি. যোশেফ-সহ USAID ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিনিধি এবং নিপোর্টের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান বলেন যে, LOC স্বাক্ষর করার জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়া গেছে। এটি সরকারের ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ কর্মসূচি তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

“সুখী জীবন” প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন মিজ ক্যারোলাইন ক্রসবি। তিনি বলেন, এ প্রকল্পটি “সুখী জীবন” নামে পরিচিত। প্রকল্পটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগে সরকারের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত থেকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকারের চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ২০১৭-২০২২ এর লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ সেবাপ্রদানকারী তৈরির ক্ষেত্রে এই LOC সংশ্লিষ্ট সকল অপারেশনাল প্ল্যান অনুসরণ করে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা সহজতর করবে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

LOC স্বাক্ষর করছেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ও মিজ্ ক্যারোলাইন ক্রসবি।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান মিজ্ কামরুন নাহার সুমি বলেন, “সুখী জীবন” প্রকল্পের অধীন যে কার্যক্রম পরিচালিত হবে তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। তিনি আশা করেন LOC-তে উল্লিখিত নির্দেশকগুলো উভয় পক্ষ অনুসরণ করবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঢাকা বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জনাব ব্রজ গোপাল ভৌমিক বলেন, এ প্রকল্প ৪টি বিভাগে কাজ করবে এবং প্রকল্পের লক্ষ্যগুলো সহসাই তাঁরা পূরণ করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে USAID, OPHNE-এর প্রতিনিধি মি. যোশেফ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষমাত্রা অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে নিপোর্টের মহাপরিচালক বলেন, “দিনটি নিপোর্টের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের মত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে “সুখী জীবন” প্রকল্পে যৌথভাবে কাজ করার লক্ষে LOC স্বাক্ষরিত হলো। এজন্য নিপোর্ট সম্মানিত বোধ করছে। তিনি আশা করেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিপোর্ট মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে। যা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG) অর্জন ও মাতৃমৃত্যু হার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। তিনি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রকল্পটি ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে এবং ইন্ট্রাহেলথ ইন্টারন্যাশনালের অংশীদারিত্বে পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ ও ওজিএসবি এ প্রকল্পে রিসোর্স হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পটি প্রজনন স্বাস্থ্যের সাফল্য অর্জনের কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। সেবাপ্রদানকারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, যেমন- নববিবাহিত, প্রথম বারের মা-বাবা, কিশোর কিশোরী, প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা এবং গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবাপ্রদান পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ-২০১৯ পালিত

“স্বাস্থ্য সেবা অধিকার, শেখ হাসিনার অঙ্গীকার”—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ থেকে শুরু হয়ে ২০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত সারাদেশে প্রথমবারের মত পালিত হলো জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ ২০১৯। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি-র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে

কর্মসূচি পালিত হয়। তাছাড়া, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত কর্মসূচির আওতায় জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রে/উপকেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রোগী-বান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি কর্তৃক গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯ ঘোষিত ১০০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচি অনুযায়ী সারাদেশে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এখন থেকে প্রতিবছর সারাদেশে এ সপ্তাহ পালন করা হবে। প্রতি বছর এ সেবা সপ্তাহ উদযাপনের ফলে চলমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা কার্যক্রমসমূহ নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হবে, যা সরকারি স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রথম বারের মত এ বছর ব্যাপক-ভিত্তিক জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উদযাপন ১০০ দিনের কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণকে জানানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। ফলে জনগণ ও সেবাদাতাদের সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হবে। মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ এপ্রিল, ২০১৯ ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তাহটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যগণ এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক অফিসের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিআইসিসি, শেরেবাংলা নগরের মেলা স্টলে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে নিপোর্টের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলায় মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীন অধিদপ্তরের সাথে নিপোর্টও প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যচিত্র এবং প্রকাশনাসহ মেলায় অংশগ্রহণ করে।

নিপোর্টের মহাপরিচালকের এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসি পরিদর্শন

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা গত মার্চ-এপ্রিল, ২০১৯ সময়ে ২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং ২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শন করেন।

গত ২২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) সিলেটে তিনি প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ সময় সিলেটের সিভিল সার্জন, এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক এবং সিলেট এফডব্লিউভিটিআই-এর অধ্যক্ষ জনাব এমদাদুল হক খান উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে নিপোর্টের মহাপরিচালক ফরিদপুর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) পরিদর্শন করেন। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় ফরিদপুর জেলার সিভিল সার্জন, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), ফরিদপুর, এইচইডি-এর নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ফরিদপুর এফডব্লিউভিটিআই-এর অধ্যক্ষ ডা. হরিচাঁদ শীল উপস্থিত ছিলেন।

নিপোর্টের মহাপরিচালক SRHR বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

মহাপরিচালক, নিপোর্ট গত ২১ মার্চ, ২০১৯ জামালগঞ্জ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শন করেন। তিনি এ সময় RTC-তে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-সহ প্রশাসনিক বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। জামালগঞ্জ আরটিসি-র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মো. এমদাদুল হক খান-সহ অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ নিপোর্টের মহাপরিচালক ভাঙ্গা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শন করেন। তিনি ভাঙ্গা আরটিসি-তে চলমান ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-সহ প্রশাসনিক বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় ভাঙ্গা আরটিসি-র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. হরিচাঁদ শীল-সহ অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম উন্নয়ন ও মুদ্রণ

নতুন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও চলমান কারিকুলাম রিভিউ করা নিপোর্টের একটি বিশেষায়িত কাজের উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত। যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মরত রিসোর্স-পার্সন ও নিপোর্টের অনুষদবর্গের সমন্বয়ে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের দায়িত্ব-কর্তব্য (Job-Description) এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ও সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে প্রতিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, কর্মসূচির কৌশলগত পরিবর্তন, নতুন ধারণা ও পরিবর্তিত সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে প্রশিক্ষণ কারিকুলামের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নতুন তথ্য সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত প্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে- ১) নব-জাতকের সমন্বিত সেবা (CNC); ২) প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR); ৩) উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-গণের ইনডাকশন/চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ; এবং ৪) পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের পুন:প্রশিক্ষণ” শীর্ষক ৪টি কারিকুলাম টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর তা মুদ্রণ করা হয়েছে। তাছাড়া, “শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং জন্ম নিবন্ধন ও শিশু অধিকার” শীর্ষক আরও ১টি নতুন কারিকুলাম টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যার টেষ্টরান নিপোর্টের অধীন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) সমূহে চলমান রয়েছে।

নিপোর্টের পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক সিলেট এফডব্লিউভিটিআই পরিদর্শন

নিপোর্টের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল ১৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ সিলেট পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) পরিদর্শন করেন। এ সময় উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সিলেট এবং সিলেট এফডব্লিউভিটিআই-এর অধ্যক্ষ জনাব এমদাদুল হক খান উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ দিনব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিচালক (প্রশাসন) প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণা

"প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD)" শীর্ষক Operational Plan-এর আওতায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) অনুমোদিত প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (সার্ভিসেস) অনুযায়ী গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬টি অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে ৪টি গবেষণা নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে ৪টি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমানে তথ্য বিশ্লেষণ ও খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করছে। ৪টি গবেষণা হলো:

১) "Exploring the Causes of High C-Section Among Mothers Delivered in Public, Private and NGO Facilities" শীর্ষক গবেষণাটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান Association for Prevention of Septic Abortion, Bangladesh (BAPSA) পরিচালনা করেছে। সরকারি, বেসরকারি এবং প্রাইভেট স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে "জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮" পর্যন্ত যে সকল মহিলা C-section সেবা গ্রহণ করেছেন তারা নিয়ম মাফিক প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করেছেন কিনা, C-section সেবা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া, তারা স্বাভাবিক প্রসবের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিনা, C-section সেবা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের পর্যাপ্ত জনবল ও যন্ত্রপাতি আছে কিনা এবং C-section সেবার উপর সেবাদানকারীর মাঠ পর্যায়ে মতামত গ্রহণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারী দল মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ শেষ করেছে।

২) "Assesing the Readiness of the ESP Service Providers at Upazila Level and Below" শীর্ষক গবেষণাটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান Associate for Community and Population Research (ACPR) পরিচালনা করেছে। গবেষণা কাজটি হাতে নেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও এর ESP সেবা সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ESP সেবার মান উন্নয়নে সেবাপ্রদানকারীদের ESP সেবা প্রদানের প্রস্তুতি যাচাই করা। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মাঠ পর্যায়ে তাদের তথ্য সংগ্রহ করেছে।

৩) "Need Assessment of Geriatric Care in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণাটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান Gano Unnayan Sangstha (GUS) পরিচালনা করেছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বয়স্কদের সেবার পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত বয়স্কদের প্রয়োজনীয় সেবার মান বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশে বয়স্কদের প্রয়োজনীয় সেবার পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে এ গবেষণার তথ্য সহায়তা করবে।

৪) "Assessing Utilization of Satellite Clinic" শীর্ষক গবেষণাটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান Research, Training and Management (RTM) পরিচালনা করছে। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যেসব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবার ব্যবহার পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং সেখানে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক ৬টি গবেষণার মধ্যে নিম্নলিখিত দু'টি গবেষণা নিপোর্ট সরাসরি বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে গবেষণা দুটির উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি বর্ণিত হলো:

৫) "An Assessment of Current Status of PPFP Services in Bangladesh: Identify the Opportunities and Barrier" শীর্ষক গবেষণাটি নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। হাসপাতাল ও সেবাকেন্দ্রসমূহে প্রসবোত্তর পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রাপ্যতা এবং সেবাকেন্দ্রসমূহ এ সেবা প্রদানের জন্য কতটুকু প্রস্তুত সে সম্পর্কে জানার জন্য এ গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। গবেষণাটির প্রধান অনুসন্ধানকারী (Principal Investigator) হিসেবে গবেষণাটি পরিচালনা করছেন নিপোর্টের মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম।

৬) "Follow-up of FWV Basic Training Conducted During Last Two Years" শীর্ষক গবেষণাটি নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। সেবাকেন্দ্রে বা UHFWC–তে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে FWV মৌলিক প্রশিক্ষণের আলোকে FWV-দের জ্ঞান, দক্ষতা এবং কর্ম সম্পাদনের মান যাচাই করা। অধিকন্তু FWV-দের পুন:প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহকারী দলের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। আগামী জুলাই মাসে তথ্য সংগ্রহকারী দল মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রধান অনুসন্ধানকারী (Principal Investigator) হিসেবে রয়েছেন নিপোর্টের গবেষণা সহযোগী জনাব এ কে এম আব্দুল্লাহ।

গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণী কর্মশালা

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিক গবেষণার বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে "Identification of Research Priorities 2019" শীর্ষক দু'দিনের এক কর্মশালা ১২-১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ নিপোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা।

স্বাগত বক্তব্যে পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, অংশগ্রহণকারী গবেষক/কর্মকর্তাদের কাজ হবে নিপোর্টের মাধ্যমে কী কী গবেষণা হতে পারে এর জন্য সুপারিশমালা তৈরি করা।

কর্মশালার করণীয় উপস্থাপন করেন নিপোর্ট এর মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম। তিনি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গবেষণার বিষয়সমূহ অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার বিষয় চিহ্নিত করার সময় দ্বৈততা পরিহার করে গবেষণা তালিকা প্রণয়নের অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়)।

অনুষ্ঠানে নিপোর্টের মহাপরিচালক বলেন, "নিপোর্ট মূলত: দুটো কাজ করে থাকে, প্রথমত: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দ্বিতীয়ত: স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করা"। তিনি বলেন, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান সময় প্রয়োজন-ভিত্তিক গবেষণা নির্ধারণের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। তিনি আশা করেন কর্মশালা থেকে একটি দ্বৈততামুক্ত, মানসম্মত ও সময়োপযোগী গবেষণার প্রস্তাবিত তালিকা পাওয়া যাবে।

অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়কে চিহ্নিত করে একটি গবেষণা তালিকা প্রস্তুত করেন। দলীয় কাজের সঞ্চালক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষকগণ দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মশালায় থিমেটিক এরিয়াগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১) Health and family planning program focused/ health system strengthening/UHC
২) Population, Demographic and Development Issues
৩) Training/Human Resources Development Related /Strengthening Training
৪) Need Assessment/Rapid Appraisal/Situation Analysis
৫) Health Service Utilization & Quality of Care, Service Access and Equity

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ সমাপনী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি বৃহৎ বিষয়ের উপর ৫টি দল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার সর্বমোট ২৮টি বিষয় চিহ্নিত করে দলীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। পরে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (পরিকল্পনা) জনাব মো. আবদুস সালাম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ডিপিএম জনাব মো. হুমায়ূন কবির প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অধিবেশনে নিপোর্ট-এর মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন, নিপোর্টের গবেষণার গুণগতমান আরো উন্নত করতে হবে। তিনি নিপোর্টকে বিএসএমএমইউ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিডিডিআরবি,র সাথে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। নার্সিং বিষয়ে কী ধরনের গবেষণা করা প্রয়োজন তা নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর নিপোর্টকে জানালে নিপোর্ট তা বিবেচনা করবে বলে তিনি অনুষ্ঠানে জানান। কর্মসূচি-ভিত্তিক গবেষণা করার জন্য তিনি নিপোর্ট-সহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, উপস্থাপিত দলীয় সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রণীত গবেষণা তালিকা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ কমিটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে। সে অনুযায়ী গবেষণা পরিচালনা করা হবে। সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর উপসচিব (পরিকল্পনা) জনাব মো. আবদুস সালাম খান ও আইসিএফ ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএ-এর কনসালট্যান্ট ড. আহমদ আল্-সাবির কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, এনজিও প্রতিনিধি, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহ সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রাধিকার-ভিত্তিক গবেষণার তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নিপোর্ট কর্তৃক পরিচালিত "FWV Basic Training Conducted During Last Two Years" শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকারীদের ৮ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১১ জুন, ২০১৯ তারিখ নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার। এ গবেষণা কর্মটির প্রধান অনুসন্ধানকারী (Principal Investigator) হিসেবে কাজ করছেন নিপোর্টের গবেষণা সহযোগী জনাব এ কে এম আবদুল্লাহ।

তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিপোর্টের মহাপরিচালক (মাঝে)।

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক বলেন, "যে ৪টি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হবে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকারী দলকে প্রশ্নপত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট ধারণা নেয়ার পরামর্শ দেন। কারণ সঠিক ও পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হলেই গবেষণার সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে"।

পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, "গবেষণার মানসম্মত ফলাফল পেতে হলে তথ্য সংগ্রহের কাজ নির্ভুলভাবে করতে হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহ কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে এবং সফল হতে হবে"।

শোক সংবাদ

রাঙ্গামাটি এফডব্লিউভিটিআই-এর হাউজকিপার বেগম কামরুন নেছা (হেলেন) ১৭ মে, ২০১৯ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি......রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর ২ মাস ৪ দিন।

মরহুমা কামরুন নেছা (হেলেন) ১৮ জুলাই, ১৯৮৯ সালে নিপোর্টে যোগদান করেছিলেন। তিনি এক পুত্র সন্তান, স্বামী ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বিদেশ প্রশিক্ষণ

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP)–র অপারেশনাল প্ল্যান "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD)"–এর অর্থায়নে নিপোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২.০৫.২০১৯ তারিখ থেকে ৩০.০৫.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অব ম্যাগডেবার্গ, জার্মানী-তে "Experiential Learning, Effective Training Design and Management in Health Sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

ইউনিভার্সিটি অব ম্যাগডেবার্গ-এর অনুষদবর্গের সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা-র নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী অন্য সদস্যরা হলেন জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক প্রশিক্ষণ (অতিরিক্ত সচিব), নিপোর্ট; ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব ও মিজ্ মাকসুদা হোসেন, উপসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ; নিপোর্টের জনাব মো. রাজিবুল হাসান, অডিওভিজুয়াল স্পেশালিষ্ট, জনাব মো. মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মিজ্ সৈয়দা উম্মে কাউসার ফেরদৌসি, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব মো. আব্দুস ছামাদ তালুকদার, অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, কুষ্টিয়া, ডা. গাজী শামছুল আলম, অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, বরিশাল ও ডা. মো. বাহাদুর হোসেন, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আরটিসি, নোয়াখালী।

"Training Management System" শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্পের উপস্থাপন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় গত ১৫ মে, ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এম আই এস অডিটরিয়াম, মহাখালী, ঢাকা-য় অনুষ্ঠিত "Innovation Showcasing 2019" শীর্ষক কর্মশালায় নিপোর্টের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষক ও ইনোভেশন টিমের সদস্য জনাব হিরো ধর "Training Management System" শীর্ষক একটি উদ্ভাবনী প্রকল্পের উপস্থাপন করেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. আসাদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন।

প্রকল্প উপস্থাপন করছেন নিপোর্টের প্রশিক্ষক জনাব হিরো ধর। উপস্থিত নিপোর্টের মহাপরিচালক-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বৈততা পরিহার ও প্রশিক্ষণার্থী ডাটাবেইজ তৈরি এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও পরবর্তীতে এ তথ্যসমূহ ব্যবহারের সুবিধার্থে এ সফট্ওয়্যারটি নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়। নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ও পরিচালক প্রশাসন জনাব নিমাই চন্দ্র পাল Innovation Showcasing কর্মশালায় উপস্থাপিত এ উদ্ভাবনী প্রকল্প তৈরিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

নিপোর্ট মহাপরিচালকের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা তথ্য সংগ্রহ কাজ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ২ মে, ২০১৯ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় রংপুর শহরে "Exploring the causes of high C-Section among mothers delivered in public , private and NGO facilities" শীর্ষক অগ্রাধিকার-ভিত্তিক গবেষণার মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করেন। এ সময় রংপুরের জেলা প্রশাসক ও বাপসা, ঢাকা-র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি বিকেল ৪:৩০ ঘটিকায় মিঠাপুকুর উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে "Assessing the readiness of the ESP service providers at Upazila level and below" শীর্ষক অন্য আরেকটি গবেষণা কর্মের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর; প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আরটিসি, মিঠাপুকুর; ও এসিপিআর, ঢাকা-র প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। নিপোর্টের মহাপরিচালক দুটি গবেষণার কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের সিডিউল অনুযায়ী ও যথাযথ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন।

অবসর উত্তর ছুটিতে গমন

ক্রম.	কর্মচারীদের নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	যোগদানের তারিখ	অবসরের তারিখ
১।	খোদেজা বেগম আয়া	আরটিসি,পার্বতীপুর	১২.০৩.১৯৮৫	০৪.০৩.২০১৯
২।	মো. কামাল হোসেন ক্যাশিয়ার	আরটিসি, বেতাগী	২৯.০১.১৯৮৪	০৯.০৩.২০১৯
৩।	মো. শাহ আলম সরকার অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	আরটিসি, সীতাকুন্ড	১৫.০৮.১৯৮৪	৩০.০৩.২০১৯
৪।	মো. দেলোয়ার হোসেন নিরাপত্তা প্রহরী	আরটিসি, শাহরাস্তি	২৬.১২.১৯৮৯	৩০.০৩.২০১৯
৫।	মো. কায়ছার আলী গাড়িচালক	এফডব্লিউভিটিআই, খুলনা	১৯.১০.১৯৮৩	০৭.০৪.২০১৯
৬।	ফাতেমা খাতুন বাবুর্চি	আরটিসি, মনিরামপুর	১৩.১২.১৯৮৪	১৪.০৪.২০১৯
৭।	মো. গোফরান মিয়া ওয়ার্ডবয়	এফডব্লিউভিটিআই, কুমিল্লা	১.০৫.১৯৭৮	০৫.০৫.২০১৯
৮।	মো. হারুন-অর-রশিদ ফটোকপি অপারেটর	এফডব্লিউভিটিআই, খুলনা	০৭.০২.১৯৮৪	০৬.০৫.২০১৯
৯।	আবুল কালাম আজাদ কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	প্রধান কার্যালয় নিপোর্ট	২১.০৬.১৯৮৪	১৪.০৫.২০১৯
১০।	হাজেরা বেগম বাবুর্চি	এফডব্লিউভিটিআই, ফরিদপুর	০১.১২.১৯৮৪	১০.০৫.২০১৯
১১।	সৈয়দ আ: রাজ্জাক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	এফডব্লিউভিটিআই, বগুড়া	১০.০৬.১৯৮৪	২০.০৫.২০১৯
১২।	জাহানারা বেগম আয়া	এফডব্লিউভিটিআই, রাজশাহী	২৪.১২.১৯৮০	০৫.০৬.২০১৯
১৩।	ওমরুল কায়েছ মুন্সী স্টোরকিপার	এফডব্লিউভিটিআই, রাজশাহী	০২.০২.১৯৮৫	১১.০৬.২০১৯
১৪।	দেলোয়ারা বেগম সহকারী প্রশিক্ষক	আরটিসি, ভাংগা	২৫.০৭.১৯৮৯	১১.০৬.২০১৯
১৫।	সন্ধ্যা রানী কর্মকার সহকারী প্রশিক্ষক	আরটিসি, ঈশ্বরগঞ্জ	০৬.০৮.১৯৯০	২৯.০৬.২০১৯

প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

(মার্চ – জুন, ২০১৯)

নিপোর্টে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্চ-জুন, ২০১৯ সময়ে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অন্যান্য কর্মকান্ডের শতকরা ৯৭ ভাগ অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই) সমূহে শতকরা ৯৯ ভাগ এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরটিসি) সমূহে শতকরা ৯৯ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ সময়ে পরিচালিত সর্বমোট ৬৯১ ব্যাচ প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ১৭ ব্যাচ, এফডব্লিউভিটিআই-তে ২১৯ ব্যাচ ও আরটিসিতে ৪৫৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে ও অন্যান্য কর্মকান্ডে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-তে নিয়োজিত সর্বমোট ১৬,৬৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসি-সমূহে মার্চ-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যাচ সংখ্যা, মেয়াদ, লক্ষ্যমাত্রা, অর্জন ও অর্জনের শতকরা হার নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো :

নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় :

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)–দের ওরিয়েন্টেশন	১ ব্যাচ	৫ দিন	১২৭ জন	১২৭ জন	১০০%
২.	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট	১ ব্যাচ	৫ দিন	২৫ জন	২৩ জন	৯২%
৩.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৭ ব্যাচ	৫ দিন	১৭৫ জন	১৬০ জন	৯১%
৪.	ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশিপ প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	৫ দিন	৭৭ জন	৭০ জন	৯১%
৫.	সিনিয়র স্টাফ নার্স ও এফডব্লিউভি-দের নবজাতকের সমন্বিত সেবা (CNC) প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	৫ দিন	৪৮ জন	৪৭ জন	৯৮%
	মোট=	১৫ ব্যাচ	-	৪৫২ জন	৪২৭ জন	৯৪%

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে সিনিয়র স্টাফ নার্স (SSN), পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের নবজাতকের সমন্বিত সেবা (CNC) প্রশিক্ষণ	৩৮ ব্যাচ	৫ দিন	৬০৮ জন	৬০৮ জন	১০০%
২.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে সিনিয়র স্টাফ নার্স (SSN)-দের ওরিয়েন্টেশন	১৫ ব্যাচ	১০ দিন	৩৭৫ জন	৩৭৫ জন	১০০%
৩.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১১ ব্যাচ	৫ দিন	২৭৫ জন	২৭৫ জন	১০০%
৪.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০৮ ব্যাচ	৫ দিন	২৫৭৫ জন	২৫৭৩ জন	৯৯%
৫.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ (ECD), জন্মনিবন্ধন ও শিশু অধিকার (BRCR) প্রশিক্ষণ	৪৭ ব্যাচ	৫ দিন	১১৭৫ জন	১১৬৯ জন	৯৯%
	মোট=	২১৯ ব্যাচ	-	৫০০৮ জন	৫০০০ জন	৯৯%

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA), স্বাস্থ্য সহকারী (HA) ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)-দের দলগত প্রশিক্ষণ (Team Training)	১৩৫ ব্যাচ	৫ দিন	৩৩৭৫ জন	৩৩৭৩ জন	৯৯%
২.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA), স্বাস্থ্য সহকারী (HA) ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)-দের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার প্রশিক্ষণ	২০১ ব্যাচ	৫ দিন	৪৮২৫ জন	৪৮২৩ জন	৯৯%
৩.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA), স্বাস্থ্য সহকারী (HA) ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)-দের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং জন্মনিবন্ধন ও শিশুর অধিকার প্রশিক্ষণ	৪৩ ব্যাচ	৫ দিন	১০৭৫ জন	১০৭৫ জন	১০০%
৪.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI), স্বাস্থ্য পরিদর্শক (HI), সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক (AHI) এবং স্যানিটারি পরিদর্শক (SI)–দের মনিটরিং, সুপারভিশন ও ফলোআপ	৫৬ ব্যাচ	৫ দিন	১৪০৪ জন	১৪০৪ জন	১০০%
৫.	২০টি আরটিসি-তে ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ ব্যাচ	৫ দিন	৫০০ জন	৫০০ জন	১০০%
	মোট=	৪৫৫ ব্যাচ	-	১১১৭৯ জন	১১১৭৫ জন	৯৯%

নিপোর্টের উপরোক্ত নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইউএসএআইডির অর্থায়নে সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর সহযোগিতায় বর্ণিত সময়ে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	Management and Leadership Training for UH&FPO,UFPO,MO (MCH-FP), RMO/MO	২ ব্যাচ	৫ দিন	৪০ জন	৪০ জন	১০০%

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি : সুশান্ত কুমার সাহা

সদস্য : মো. মতিয়ার রহমান, নিমাই চন্দ্র পাল, মো. রফিকুল ইসলাম সরকার ও আব্দুল হামিদ মোড়ল

সম্পাদক : দীপক চন্দ্র রায়, **সহকারী সম্পাদক :** বিশ্বজিৎ বৈশ্য ও রীতা ফারাহ্ নাজ, **উপসহকারী সম্পাদক :** মো.নজমুস-সা-আদাত

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আজিমপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

[বি.দ্র. আগ্রহী গবেষক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে নিপোর্ট বার্তায় প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।]

ফোনঃ ৯৬৬২৪৯৫/৫৮৬১১২০৬, ফ্যাক্সঃ ৫৮৬১৩৩৬২, ওয়েবসাইটঃ www.niport.gov.bd